আহমদ দাব্বাগ

অধ্যক্ষ, ইউকে একাডেমি অব ইসলামিক সায়েন্স
ও পরিচালক, ওয়াইয লাইফ একাডেমি

zawiyah.org | prophetic-path.com | facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

সূচীপত্র

২ **জীবনী**
ইতিহাস, শিক্ষা ও যোগ্যতা

৫ **বিশ্ব সফর**
দ্বীনি দাওয়াতের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন

৬ **মাহফিল ও সম্মেলন**
অংশগ্রহণকৃত বিভিন্ন সম্মেলনের তালিকা

৮ **প্রতিষ্ঠানসমূহ**
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যা আহমদ দাব্বাগ দ্বারা পরিচালনা করেন

৯ **ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মাদীয়াহ**
সংক্ষিপ্ত তাযকিয়া বা আত্মা-শুদ্ধি কোর্সের বিবরণ

১০ **ওয়াইয লাইফ একাডেমি**
বিভিন্ন ব্যবহারিক স্বল্প মেয়াদী কোর্স যা জীবনের বাঁধা ও বিপত্তির সাথে মুকাবেলা সহায়তা করুন, যেমন বিবাহ

১২ **দাব্বাগ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট**
ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদীয়াহ'র একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান

১৩ **ইউকে একাডেমি অব ইসলামিক সায়েন্স (জামিয়া মুহাম্মাদীয়াহ)**
কোর্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করা হয়

১৪ **অদৃশ্যের পর্দা উন্মোচন (আনভেইলিং অব আনসিন)**
অদৃশ্য জগত দেখা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণন - রূহানি ইতিকাফ/রিট্রিট

১৬ **পরামর্শ ও প্রশিক্ষন**
সু-পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা

১৭ **ফ্রি হিলিং এন্ড রুকিয়া সেশন (বিনামূল্যে নিরাময় কর্মসূচি)**
সুন্নাত অনুসারে শারীরিক, মানসিক ও রূহানি রোগ নিরাময়ের বিনামূল্যে সেবা কর্মসূচি

১৮ **আহমদ দাব্বাগ দ্বারা রচিত বইসমূহ**

জীবনী

বংশ পরিচয়

ইমাম হাসান আল বাসরী ﵁ ছিলেন তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান এবং আধ্যাত্মিক জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যিনি দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন।
তিনি সৌভাগ্যক্রমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর অনেক মর্যাদা বীরোচিত আত্মত্যাগকারী সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্যে ছিলেন। তাঁর বংশধরদের একজন কাশ্মীরে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকের কাশ্মীরে হিজরত করেন। তাঁরা সেখানে শায়েখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানি সোহরাওয়ার্দী ﵁ র সঙ্গে মিলিত হন। যাঁর নির্দেশে পরবর্তীতে পাঞ্জাবের অধীনস্থ শহর গুজরাটের নিকটতম খায়রান নামক একটি জায়গায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তাঁর পুরো নাম শায়খ খায়রুদ্দীন আউলিয়া রাখা হয় এবং তিনি জায়গাটির নাম "হাকিকাহ" রাখেন যার অর্থ পরম সত্য। তাঁরা ৮ম শতাব্দীতে এই অঞ্চলটির চারপাশে ইসলামের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং শত শত লোক তাঁদের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন।
আহমদ দাব্বাগ তাঁদেরই বংশধর। তিনি সুমনদ্রীর কাছে মায়ের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর বয়সে মা-বাবার সাথে ডেনমার্কে পাড়ি জমান এবং ডেনমার্কের ইশহাজ নামে একটি শহরে তাঁর নার্সারি শিক্ষা শুরু করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

তিনি ৬ বছর বয়সে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা শেষ করে, তিনি এটি মুখস্ত করতে শুরু করেছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে ৭ বছর বয়সে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এরপরে তিনি পাকিস্তান এবং ইংল্যান্ডে অধ্যয়নরত অবস্থায় বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। তিনি ইরাক, সিরিয়া এবং মরক্কোও ভ্রমণ করেছিলেন। আহমদ দাব্বাগ এই কথা বলেন না যে, তিনি একজন আলেম, তবে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধির মতো বিভিন্ন ইসলামীনীতিমালা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদানের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি ইজাযাহ/অনুমতি পেয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন এবং সেগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় তিনি স্যালফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর ম্যানচেস্টার ও ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ারে এম.বি.এ (স্নাতকোত্তর) স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থা, বিপণন বিভাগ, কারাগারে ইমামের দায়িত্বে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, এবং পুলিশ বাহিনীতে কাজ করার প্রশিক্ষণও পেয়েছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, পাকিস্তান, কানাডা, বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এবং মরক্কোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অধ্যয়নকারী দল, জিকিরের মাহফিলের আয়োজন, একাডেমিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মানবতার সেবা

আহমদ দাব্বাগ আত্মা ও আত্ম বিকাশের শুদ্ধির দিকে অর্থাৎ তাজকিয়ায়ে নফসের দিকে মনোনিবেশ করে যাতে মানব জাতিকে ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা, কার্যক্রম শুরু, রূহানী আবেগ সৃষ্টি এবং নৈতিকতার দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা, কার্যক্রম, রূহানী আবেগ এবং নৈতিকতার জগতেও শুদ্ধ করা যায়। পদ্ধতিটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পদ্ধতি (ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মাদীয়াহ) নামে পরিচিত। এরপরে মহান আল্লাহর রহমতের সন্ধানকারীদের জ্ঞানার্জনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যার ফলে তিনি এমন একজন গুণী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন, যিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সাথে সর্বাধিক সুন্দর সম্পর্ক রাখার জন্য সাধনা করেন।

পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি কুরআন, সুন্নাহ, আহলে বায়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপর ভিত্তি করে, সায়্যিদিনা আলী ইবনে আবী তালিব ﷺ, সায়্যিদিনা ইমাম হাসান, ইমাম হুসেইন ﷺ, ইমাম যাইনাল আবিদীন ﷺ, ইমাম হাসান আল বাসরী ﷺ, সায়্যিদিনা আব্দুল কাদির আল জিলানী ﷺ, সায়্যিদিনা ইমাম আবুল হাসান শাযিলী ﷺ ও মহান উম্মি আধ্যাত্মিক সাধক সায়্যিদিনা আবদুল আজিজ দাব্বাগ ﷺ।

তিনি কাদিরিয়াহ, শাযিলিয়াহ, রিফাইয়াহ, সুহারওয়ার্দীয়াহ, চিশতিয়া এবং নাক্শবান্দিয়া ত্বরীকায়ের বুজর্গদের আধ্যাত্মিক আদেশে ইজাযত লাভ করে নিজের মধ্যে ধারণ করে তালীম ও তারবীয়তের কাজ করেন।

আক্বিদা ও মাযহাব

তিনি 'আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতে'র অন্তর্ভুক্ত এবং 'আহলুল বায়েত'কে অপরিসীম ভালবাসেন। তিনি হানাফী ফিকাহ অনুসরণ করেন এবং অন্যান্য ইমামকেও সম্মান-শ্রদ্ধা করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ জীবন-শিক্ষক আউলিয়ায়ে কেরাম ও দ্বীনদার-পরহেজগার লোকদের অনুসরণ করেন এবং শরীয়ত ও সুন্নাহকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কঠোরভাবে অনুসরণ করেন।

পরিবার

তিনি বিবাহিত এবং যুক্তরাজ্যের গ্রেটার ম্যানচেস্টারে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে বসবাস করেন।

ভ্রমণ

আহমাদ দাব্বাগ এক বছরে ৭ মাস ধরে বিস্তৃত ভ্রমণ করেন। তিনি একাধারে কানাডা থেকে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সুদূর পূর্ব পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং সাধারণ গ্রামবাসী থেকে কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আলেমসমাজ ও বুদ্ধিজীবী এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেছেন।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম

মানুষের শারীরিক ও আর্থিক দুর্ভোগ লাঘব করতে তিনি 'দাব্বাগ ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা বহু দেশের অভাবী ও দরিদ্রদের সহায়তা করে যাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে।

শিক্ষা-দীক্ষা

দ্বীনি শিক্ষা

১৯৭৫- ১৯৮৯
আক্বীদা: সনদ ইমাম আবু মান্সুর মাতুরুদী ﵀ পর্যন্ত

ফিক্বাহ: সনদ ইমাম আবু হানীফা ﵀ পর্যন্ত

হাদিস: সাহিহ্ সিত্তাহ হাদিসগ্রন্তে ইজাযাহ (সাহিহ বুখারী, সাহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নিসাঈ , তিরমিঝি এবং ইবনে মাজাহ)

তাযকীয়াহ: সনদ সায়্যিদিনা আব্দুল ক্বাদির জিলানী ﵀ পর্যন্ত

সিরাহ, উসুলুদ দ্বীন এবং হিফযুল কুরআনের সনদ।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা

১৯৯০ - ১৯৯৫
সালফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল লাঙ্কাশাইর

বিটেক ফার্স্ট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স

বিটেক ন্যাশনাল ডিপ্লোমা ইন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স

বি.এ. অনার্স ডিগ্রী বিজনেস অ্যাডমিনিস্টেশন

এম. বি.এ. - মাস্টার ডিগ্রী (স্নাতকোত্তর) বিজনেস অ্যাডমিনিস্টেশন

ডি. পি .এস .আই. ডিপ্লোমা ইন পাবলিক সার্ভিস ওয়ার্ক (অনুবাদ)

১৯৯৫ - বর্তমান
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা প্রদান (ইংরেজি, উর্দু ও আরবি)

দেশ পরিদর্শন

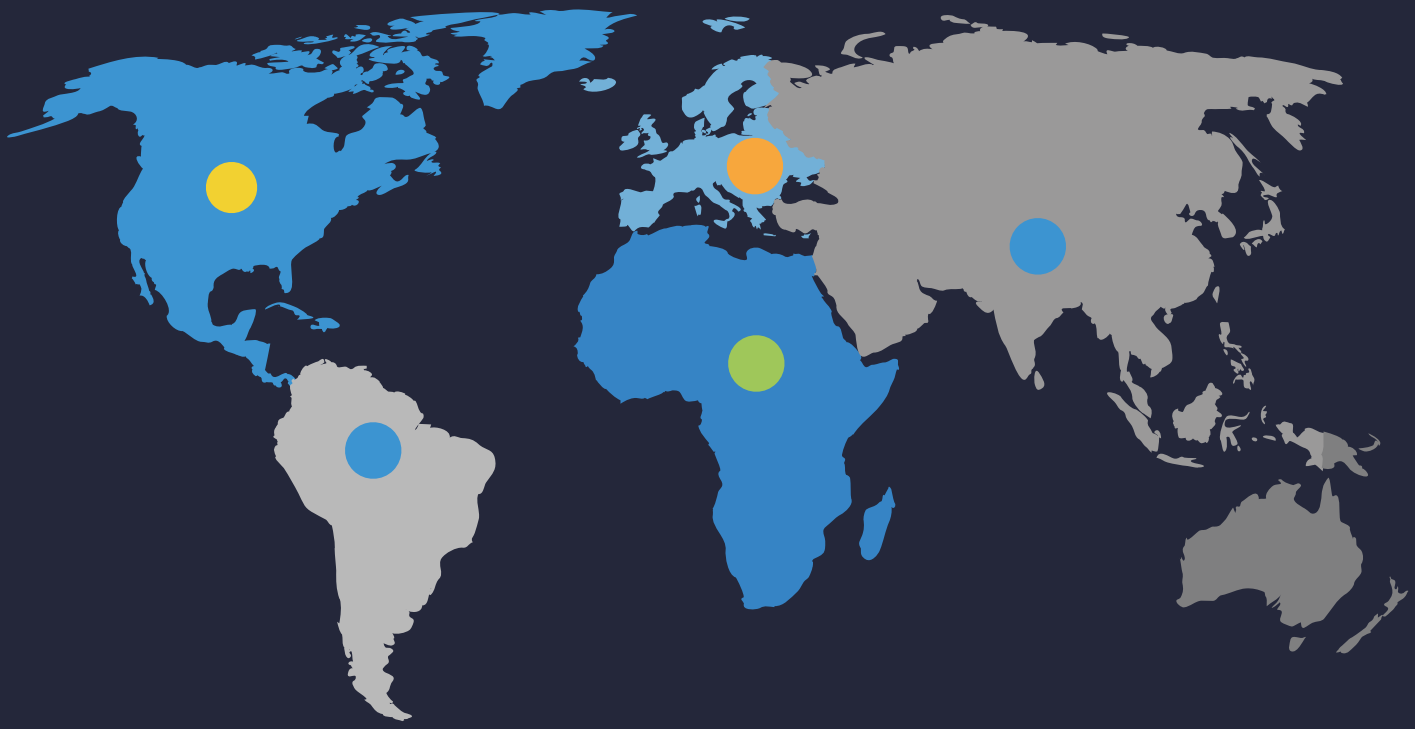

এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, ইরাক, বাহরাইন ও ব্রুনাই

উত্তর আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা

ইউরোপ ফ্রান্স, ডেন্মার্ক, হল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি, নরওয়ে, স্পেইন, সুইডেন ও তুরস্কো

দক্ষিণ আমেরিকা গায়ানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আফ্রিকা মরক্কো, সেনেগাল, মিসর ও দক্ষিণ আফ্রিকা

সম্মেলনে যোগদান

আন্তর্জাতিক সূফী কনফেরেন্স
ফাস, মরক্কো

আন্তর্জাতিক ইসলামি আধ্যাত্মিক সম্মেলন
তওবা, সেনেগাল

ইমাম যাইনাল আবিদিন (ﷺ) এর জীবন ও শিক্ষা
বাগদাদ, ইরাক

আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্মেলন
লাহুর, পাকিস্তান

সম্মেলনে যোগদান

বিশ্ব শাহাদাহ সম্মেলন
মালয়শিয়া

আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন
ইন্দোনেশিয়া

সুন্নি সম্মেলন
ইংল্যান্ড

আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন
তুরস্কো

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাষ্ট

ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার
যুক্তরাজ্য

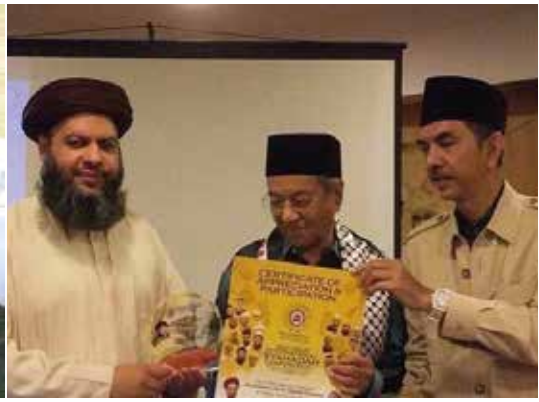

ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মাদীয়াহ

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়াহ'র কোর্স

রূহানী মিরাজ কর্মসূচি

মুরাক্বাবাহ ও দুয়ার মাধ্যমে
হাক্কুল ইয়াক্বিন অর্জন

ওয়াইফলাইফ একাডেমী

সারা বিশ্বে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের
জন্য একটি উদ্ভাবনী ও ব্যবহারিক কর্মসূচি

বিনামূল্যে নিরাময় কর্মসূচী

কুরআন ও সুন্নাত অনুসারে বিনামূল্যে
রুক্বিয়া ও হিলিং সেবা কর্মসূচী

দাব্বাগ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

বিশ্বের দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করা

ইউকে একাডেমী অব ইসলামিক সায়েন্স

অপরিহার্য ইসলামী জ্ঞান শেখার
সুবিধা প্রদান করে

ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মাদীয়াহ

আল্লাহ ﷻ হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে কীভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে কাটানো যায় তা শেখানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মাদীয়াহ হলো, আত্মশুদ্ধির পথ যা একজন ব্যক্তিকে এটি অর্জনে সর্বাত্মক সহায়তা করে।

১. আল্লাহ ﷻ কে অগ্রাধিকার দেওয়া,

২. আল্লাহর রাসূল ﷺ কে অগ্রাধিকার প্রদান,

৩. সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা দেখানো,

৪. আল্লাহর উপস্থিতিতে সর্বদা থাকা।

আত্মশুদ্ধির চারটি পর্যায়

১. দেহের পরিশুদ্ধি

তার শারীরিক অঙ্গসমূহ যেমন জিহ্বা, কান, চোখ, হাত, পা, পেট এবং গোপনাঙ্গকে পাপ থেকে রক্ষা করা।

২. মনের পরিশুদ্ধি

মন্দ চিন্তা করে সময় নষ্ট করা এবং মনকে মন্দ চিন্তা থেকে রক্ষা করা, এর পরিবর্তে ভাল ও শুদ্ধ চিন্তা-ভাবনা করা এবং মনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার উপস্থিতির প্রভাব বিস্তার করা।

৩. অন্তর ও আত্মার পরিশুদ্ধি

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে থাকা হিংসা, বিদ্বেষ, উদ্বিগ্নতাএবং অহংকারের মতো অশুভ বৈশিষ্ট্যগুলো পাপে পরিপূর্ণ করে তোলে। তারপর থেকে আন্তরিকতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং ধ্যানগম্ভীর গুণের মতো ভাল বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা নিজের অন্তর্নিহিত ভাবকে সুশোভিত করে।

৪. রূহ বা আত্মার আলোকায়ণ

আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের ﷺ ভালবাসা ও আনুগত্যের ঘোষণা করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক খারাপ আচরণ করার চেষ্টার অবসান ঘটাতে হবে। যার ফলশ্রুতি হবে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের আনন্দ ও রূহানী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। চারটি পর্যায়ের শুদ্ধি সম্পন্ন করার পরে, ব্যক্তির ক্বলবে মৌলিক ও অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহর বন্ধুত্ব এবং তাঁর উপস্থিতি দ্বারা আলোকিত হয়ে উঠবে এবং সে অন্যকে সে যে পথে চলতো, সে পথে যাত্রার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করবে।

wiselifeacademy.com

ওয়াইয লাইফ একাডেমী

প্রধান নির্বাহী: আহমদ দাব্বাগ

WISELIFE
—ACADEMY—

মিশন প্রতিবেদন:

বিশ্বজুড়ে মানবজাতির দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যবহারিক,অর্থবহ এবং প্রয়োগযোগ্য উপায়ে প্রায়োগিক ও মানবিক জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত করা।

এ সম্পর্কিত তথ্য

তরুণ ব্রিটিশ মুসলমান হিসেবে, আমরা এমন এক যুগে বাস করি, যেখানে মানুষের কাছে উচ্চ স্তরের শিক্ষা এবং তথ্যের উপর আগের চেয়ে আরও বেশি দক্ষতা রয়েছে। তবে, এতো উচ্চতর ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও এবং তথ্য প্রযুক্তির উপর আগের চেয়ে বেশি দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, আমরা সম্ভবত সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজন্ম হতে পারি নি।

এমন নয় যে, আমাদের প্রজন্মের বুদ্ধিমান হওয়ার দরকার নেই, তবে আমরা বিক্ষিপ্ত; জ্ঞানবান, স্বাস্থ্যকর ও অধিক উৎপাদনশীল জীবন যাপনের জন্য একটি প্রযোজ্য পদ্ধতি

ওয়াইসলাইফ একাডেমির কার্যবিবরণী:

ওয়াইসলাইফ একাডেমি যুক্তরাজ্য, আমেরিকা এবং ডেনমার্ক জুড়ে ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে ৩৮৪ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছিল। পরিবার এবং বন্ধুদের কাছে ওয়াইসলাইফ একাডেমির প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ১০০% সুপারিশ হার অর্জন করেছে।

wiselifeacademy.com

কর্মশালা

আপনার বিবাহকে পরিপূর্ণ করুন

ইসলামী নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আপনার বিবাহকে নিখুঁত করতে সহায়তা করা। তবে এই কর্মশালা যে সমস্ত দম্পতি এবং যারা ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ডের বা তার বাইরে বিবাহের চেষ্টা করছেন তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কর্মশালায় শরীরের সাথে বিবাহিত সম্পর্কে মডিউলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে মনের অবস্থা জানতে, ভালোবাসার বাস্তবতাটি আবিষ্কার ক রুন, আপনার ব্যক্তিত্বের ধরনটি আবিষ্কার করুন, যা আধুনিক কালের বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের কৌশলগুলোর সাথে একত্রে কুরআন এবং সুন্নাহর নীতিমালার অধীনে শেখানো হয়।

রোজা: ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বাইরে

রমজান মাসে কেবল ক্ষুধার্ত হওয়া নয়, এটি আপনার জীবনযাত্রাকে পরিমার্জন ও ক্লবের অনুকূল কার্যকরণ এবং আধ্যাত্মিকভাবে সংযুক্ত করার একটি সুযোগ। কর্মশালায় ইচ্ছাশক্তি বাড়াতে, চিন্তাধারার বিকাশ করতে, সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং পদ্ধতিগত আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সম্পর্কিত মডিউলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আসন্ন কর্মশালা:

১. আসক্তি
২. জীবন আবিষ্কার
৩. ট্র্যাজেডির মোকাবেলা

"দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করা হয়"

আপনার চরিত্রকে পরিপূর্ণ করুন

সার্বজনীন ইসলামী নীতিমালার মধ্যে মূলত একটি দুই দিনের চরিত্র বিকাশ কর্মশালা। যাতে শেখানো হয় কীভাবে আপনি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে পর্যায়ক্রমে নেতিবাচক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানতে পেরে ইতিবাচক গুণাবলীর সাথে প্রতিস্থাপন করতে পারেন। যা মানবতার সেরা দিককে প্রতিফলিত করে।

কর্মশালায় সুন্দর আচরণ, অনুভূতি প্রকাশ করা পরিচালনা,ক্লবে বা হৃদয় পরিষ্কার করা এবং খারাপ চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১০০% অংশগ্রহণকারিদের বন্ধুদের এবং পরিবারের কাছে উল্লেখ করে থাকেন

dabbaghwelfare.org.uk

দাব্বাগ ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট

পৃষ্ঠপোষক: **আহমাদ দাব্বাগ**

মিশন প্রতিবেদন:

ব্যক্তি, পরিবার, এতিম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে গ্লোবাল সোসাইটির সবচেয়ে প্রয়োজনের সদস্যদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তাদের মৌলিক প্রয়োজনের সুবিধার্থে নিবেদনের সাথে মানবতার সেবা করা।

এ সম্পর্কিত বিস্তারিত লক্ষ্য:

দাববাগ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে'র লক্ষ্য ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম লোকদের দুর্ভোগে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য সম্মিলিতভাবে সাদাকা, যাকাত এবং তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করে লিল্লাহ বা আল্লাহর ওয়াস্তে বিতরণ করে। পাশাপাশি দুর্যোগ ও জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া। এটি ২০১১ সালে যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন বেসরকারী সংস্থা (NGO)। 'দাব্বাগ ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট' দাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা আবেদন প্রক্রিয়া এবং গ্রাউন্ড এজেন্টদের মাধ্যমে বিতরণ করেছে। এই প্রক্রিয়া দাতাদের বেছে নেওয়ার সুযোগ তারা কোন জায়গায় তাদের এই সাহায্যের টাকা দিতে চায়।

ট্রাস্টে'র দ্বারা পরিচালিত কাজ:

গণবিবাহ, পানির স্যানিটেশন, চোখের যত্ন, চক্ষু শিবির পরিচালনা শিক্ষা, রমজান ফুড গিফট প্যাকেজ, শীতকালীন সামগ্রী, জরুরী সহায়তা, আয়ের ব্যবস্থা, শরীয়ত মোতাবেক পরিবার পরিচালনা, ঔষধ এবং আশ্রয়, এতিমদের সাহায্যের মতো বিভিন্ন প্রকল্পে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, সিরিয়া, ফিলিপাইন সহ বিভিন্ন দেশে সহায়তা সরবরাহ করা হয়েছে।

৯৫% দান অভাবীদের কাছে পৌঁছায়

jamiamuhammadiyah.com

ইউকে একাডেমি অব ইসলামিক সায়েন্স

অধ্যক্ষ: **আহমাদ দাব্বাগ**

মিশন প্রতিবেদন:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে'র সঠিক শিক্ষাকে সুশৃঙ্খলভাবে, সুসংহতভাবে এবং সকল জনসংখ্যার উপাত্তের জন্য একটি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

'জামিয়া মুহাম্মাদীয়াহ'র উদ্দেশ্য হল ইসলামী বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক যেমন জ্ঞান (আক্বিদা), ইসলামিক আইন (ফিকাহ), কুরআন তিলাওয়াত (তাজবীদ) এবং অন্তর পরিশোধন (তাজকিয়াহ) এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অ্যাক্সেস সরবরাহ করা।

যদিও জামিয়া মুহাম্মাদিয়াহ সকল তাৎপর্যপূর্ণ ইসলামী বিষয়কে বিস্তৃতভাবে আবৃত করে, তবে আমাদের মূল বিশেষত্ব দাওয়াহ (ইসলামের প্রচার) এবং তাজকিয়াহ'য় রয়েছে। জামিয়া মুহাম্মাদিয়াহ বিশ্বাস করে যে, তা'লীম (জ্ঞান শিক্ষা)-এর পাশাপাশি ইসলামের (তারবিয়াহ) ব্যবহারিক শিক্ষার উপরও জোর দেওয়া উচিত। জ্ঞান (ইলম) একা যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না এই ইলমের সঠিক প্রয়োগটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

জামিয়া মুহম্মদিয়া বোল্টন, হাইড, ওল্ডহ্যাম, ম্যানচেস্টার, ইকলিস, বার্মিংহাম, লন্ডন, ডেনমার্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এবং পাকিস্তানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছেন।

সমস্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের অনুসারে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কোর্স রয়েছে । আপনি নিজের বিদ্যমান জ্ঞানকে রিফ্রেশ করতে চাইছেন বা আপনি যোগ্য আলিম বা আলিমাহ হওয়ার পথে কোনও কাঠামোগত কোর্সে যাত্রা শুরু করছেন কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের আপনার প্রয়োজন অনুসারে একটি কোর্স থাকবে।

আমাদের নিম্নোক্ত পাঠ্যক্রম রয়েছে:
আকীদাহ, ফিকাহ, উসুল ফিকাহ এবং কুরআন শিক্ষা (তাজবিদ) সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কোর্স।

ওয়ার্কশপ ও সেমিনারগুলো বিভিন্ন বিভাগের যেমন:
সময় পরিচালনা, গাফিলতি, বৈবাহিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা, কালো যাদু, আধ্যাত্মিক উপাদানগুলো, আভ্যন্তরীণ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ক মডেল ক্লাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অদৃশ্যের পর্দা উন্মোচন

মানবতা সর্বদা সঠিক উদ্দেশ্য এবং সত্যের সন্ধানে ছিল। এমন একটি পৃথিবীতে, যা উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অর্জন করেছে, যেখানে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক বাস্তবতার মধ্যে কোন সংযোগ নেই, এর ফলস্বরূপ অদেখা জগত আখেরাতকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করেছে। যদিও অনেকেই শাস্ত্রীয়ভাবে অদেখা জগতের কথা বিশ্বাস করে, সচেতন, উদ্দেশ্যমূলক এবং ইতিবাচক উৎপাদনশীল জীবন যাপনের জন্য মানবিকতার এই বিশ্বাসের ছাপ আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ।

ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা ব্যবহার করে প্রায়শই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়। জনসাধারণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, হতাশাগ্রস্ত বোধ করে এবং আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের অবিচ্ছিন্ন সাধনা করে কোন লাভ পায় না। এই চূড়ান্ত সমস্যাগুলোর সাথে লড়াই করার জন্য, অংশগ্রহণকারীদের অদেখা জিনিসের স্বাদ দেওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক আরোহণের পশ্চাদপদতা ডিজাইন করা হয়েছে এবং তিনটি স্তরের দৃঢ় প্রত্যয় পরিচালিত হয়েছে, যা নীচে তালিকাভুক্ত।

এই তিনটি ধাপ: পশ্চাদপসরণ মানব সমাজের আধ্যাত্মিক চাহিদাকে নৈতিক ও প্রশংসনীয় উপায়ে সমৃদ্ধ করে, অংশগ্রহণকারীদের এ বং আল্লাহ তাআলার মধ্যে সম্পর্ককে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে জীবনের বিস্তৃত উদ্দেশ্যে পুনরায় সংযুক্ত করে।

বিশ্বাসের তিনটি স্তর:

১. ইলম-উল ইয়াক্বীন (বিশ্বাসের জ্ঞান) [১০২:৫]
"নিশ্চিতভাবে অর্জিত জ্ঞান"

২. আইন-উল ইয়াক্বীন (আপনি যা দেখছেন তা দেখে) নিশ্চিতভাবে চাক্ষুষভাবে অর্জিত জ্ঞান, [১০২:৭]

৩. হাক্ব-উল ইয়াক্বীন (অভিজ্ঞতা ও স্বাদ গ্রহণের বিশ্বাস) সত্যতা / চরম সত্যতার সঙ্গে যুক্ত করে জ্ঞান অর্জন করা, [৫৬:৯৫]

মুরাকাবার বিভিন্ন প্রকার বা ধরণ (ধ্যান বা মেডিটেশন)

মুরাকাবা মি'রাজ- আধ্যাত্মিক মহলগুলোতে প্রবেশের জন্য এবং আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার জন্য ফেজে?, মদীনা মুনাওয়ারাহ, মক্কা আল মুকাররমা, মসজিদ আল আকসা, সাত জান্নাত, বারজখের গম্বুজ, লোটি? গাছ এবং এর বাইরেও বিশ্বাসকে সুসংহত করে অদেখা এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া ।

মুরাকাবা বারজাখ - আধ্যাত্মিক মহলগুলোতে প্রবেশের জন্য এবং বরজখের (কবর) অবস্থা দেখার জন্য প্রকৃতিটি কবরের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার পথনির্দেশ দেয়। অংশগ্রহণকারীরা তাদের বিশ্বাস বাড়াতে এবং বরজখের এক ঝলক দেখার সুযোগ অর্জন করে এবং এতে অংশগ্রহণ-কারীরা শরীয়ত মোতাবেক নিজেকে যুক্ত করে তুলবে।

মুরাকাবা মুহাম্মাদিয়াহ - আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে এবং নবী করীম ﷺ-এর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা অসংখ্য মাইলফলক অতিক্রম করবে, যেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বাধিক সৃষ্টির রহস্যের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ হবে, সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ।

মুরাকাবা দুআ - আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং দেহ, মন, হৃদয় এবং আত্মার সাথে আল্লাহর উপস্থিতিতে একটি গভীর, অর্থপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং আল্লাহ তাআলাকে আপনার পাপ ক্ষমা করার জন্য জিজ্ঞাসা করুন, আপনার নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন, আপনার যে কোনও প্রয়োজন আছে, তা উপস্থাপন করুন, আপনার যে উদ্বেগ রয়েছে, তা উপস্থাপন করুন, আপনার জীবনে দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করুন এবং তার পরের ফলাফলের জন্য আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করুন।

মুরাকাবাগুলো ২-৪ দিনের আধ্যাত্মিক পশ্চাদপসরণ-দেরকে শেখানো হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের অদৃশ্য বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য একটি শিক্ষানবীস স্তর থেকে নেওয়া হয়।

অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জনসংখ্যা থেকে এসেছে।

পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ

ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মাদীয়াহর শিক্ষক শায়খ আহমদ দাব্বাগ একটি গোপনীয় অবস্থার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র, নিখরচায় পরামর্শ এবং কোচিং অধিবেশন অফার করেন, নীতি-নির্ধারকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ সময়, সহানুভূতি, জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার সাথে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন।

শিক্ষকের নিঃস্বার্থ পরিষেবা হাজার হাজার ব্যক্তির তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোতে আস্থা অর্জনে সহায়তা করেছে, যার ফল-স্বরূপ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সারিগুলে প্রায়শই নিকটবর্তীদের বেশিরভাগ অংশ নিচ্ছেন।

তাঁর মূল লক্ষ্য হলো, একটি নিখরচায় পরিষেবা প্রদান করা, যাতে লোকেরা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে এবং আধুনিক দিনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শিক্ষাগুলো থেকে শুরু করে অভিনব সমসাময়িক এবং ব্যবহারিক গাইডেন্স কাজে লাগাতে পারে।

বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ব্যক্তি তাঁর পরামর্শ এবং কোচিং সেশনগুলো যেমন যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, ডেনমার্ক, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন উপকারের জন্য তাঁর কাছে আসেন।

ইসলামী এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় জগতের জীবন এবং জ্ঞানের বিপুল অভিজ্ঞতার কারণে, তিনি সেই ব্যক্তিদের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং পথনির্দেশ সরবরাহ করেন, যাঁদের এটির প্রয়োজন হয়। এটি জীবনের সমস্ত বিষয় যেমন, ব্যক্তিগত, সামাজিক, শিক্ষামূলক, ইসলামিক, পারিবারিক, প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বাধীন, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তদের আধ্যাত্মিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব জুড়ে দেয়।

এটি বিশ্বজুড়ে তিনি যে দুর্দান্ত সেবা দিচ্ছেন তা দেখায়। তিনি নিখরচায় ই-মেইল, ফোন কল এবং বার্তাগুলোর জবাব দিচ্ছেন বলে নিখরচায় পরামর্শ এবং কোচিং সেশনগুলো কোনও সময় বা জায়গার দ্বারা আবদ্ধ হয় না। তিনি যখন অবসর সময়ে বিশ্বব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শিক্ষাগুলো ভ্রমণ করছেন এবং ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তখন তিনি জীবনকে পরিবর্তনশীল কাউন্সেল এবং কোচিংয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন।

বিনামূল্যে নিরাময় সেশন

নিখরচায় সম্মিআলিত নিরাময়ের অধিবেশন-গুলো পরিষেবা সরবরাহ করার লক্ষ্যে কাজ করে, যেখানে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অসুস্থতা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শিক্ষাগুলো ব্যবহার করে নিরাময় হয়।

অসুস্থতার সময় নিরাময়ের মাধ্যমে মানবতার কাছে উপস্থাপিত সমস্যাগুলো ব্যক্তি, পরিবার এবং প্রিয়জনদের বিচ্ছুরিত ও নিরাশ করে ফেলেছে।

অতিমাত্রায় আবেগের আধিক্যের কারণে লোকেরা তাদের অসুস্থতার নিরাময়ের জন্য প্রায়শই দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে নিরাময় অনুসন্ধান করে এবং কিছু ক্ষেত্রে এটি শরীয়তের বিধি-বিধি লঙ্ঘন করে।

নিরাময় সেশনগুলো ব্যবধানটি কমিয়ে দেয় এবং একটি পরিষেবা সরবরাহ করে যার মাধ্যমে ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যবহার করে। অংশগ্রহণকারীরা যারা সর্বনিম্ন আশা নিয়ে বেঁচেছিলেন, তারা এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর নির্ভর করি। কারণ তাঁর অসীম গুণাবলীর একটি হলো, আশ-শাফী (যিনি নিরাময় করেন)।

অসুস্থতার প্রকৃতিঃ অংশগ্রহণকারীদের কাছে স্বতন্ত্র এবং আলাদা, তাই তারা প্রত্যেককে আলাদা করে নিখরচায় এবং ব্যক্তিগত সেবা প্রদান করে। একটি ব্যক্তিগত পরিবেশে তাদের উদ্বেগ সমাধান করতে চান।

এছাড়াও, এটি শরীয়াহ অনুসারে কাজ করে, যার মাধ্যমে মহিলাদের তাদের মাহরাম নিয়ে আসতে হবে, না হলে তারা তাদের সাথে দেখা করতে পারবেন না।

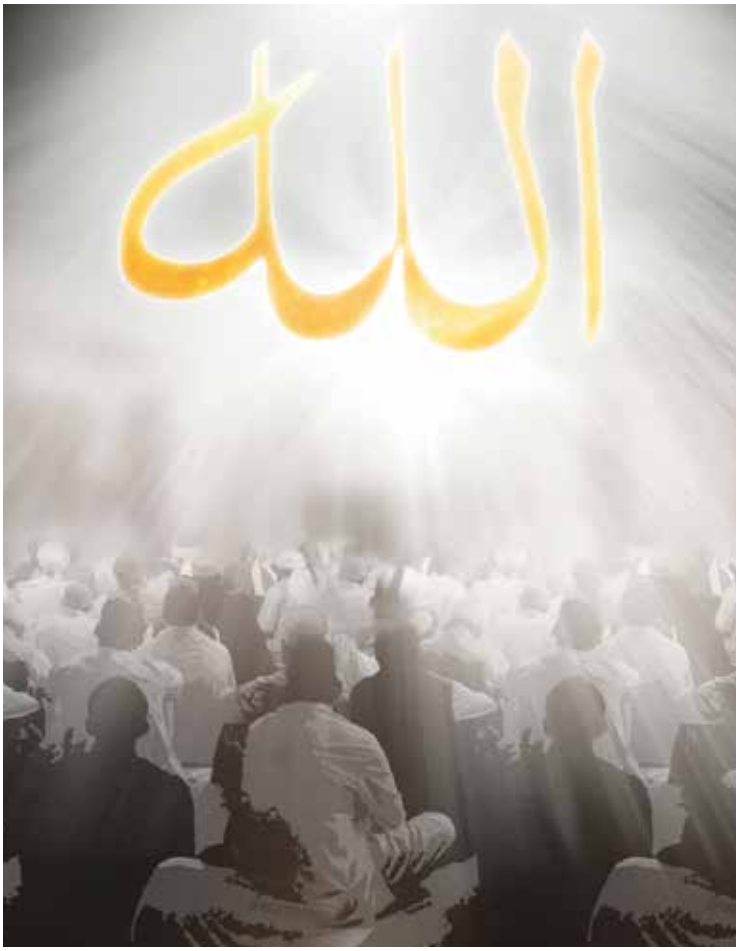

আহমদ দাব্বাগ কতৃক রচিত পুস্তকসমূহ

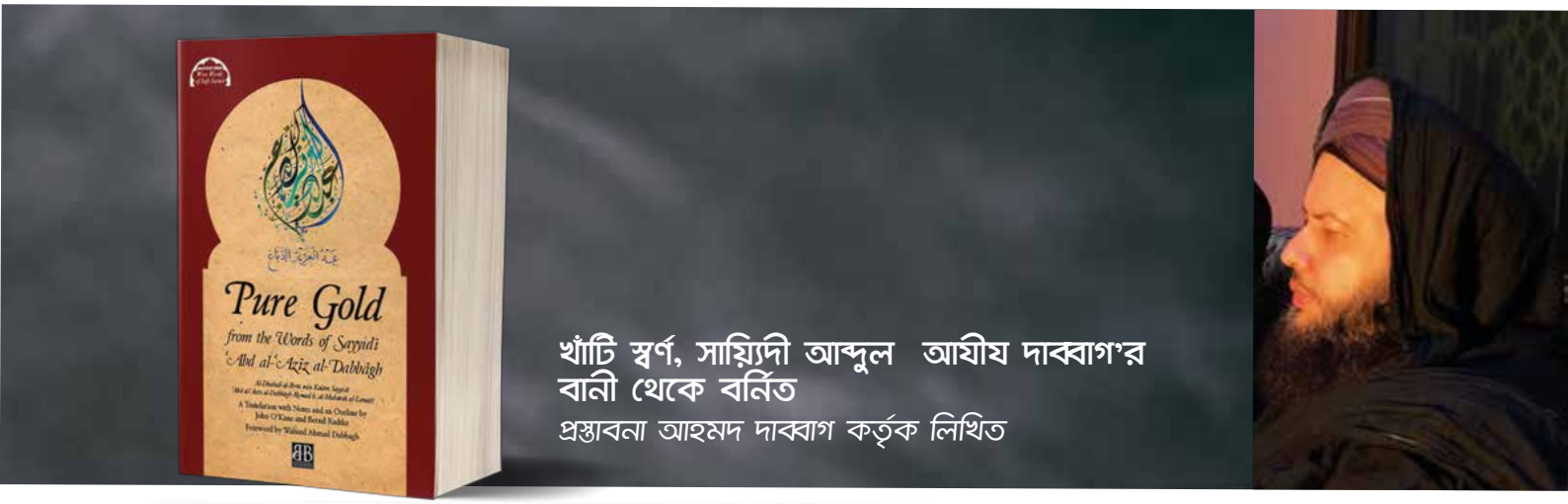

খাঁটি স্বর্ণ, সায়্যিদী আব্দুল আযীয দাব্বাগ'র বানী থেকে বর্নিত

প্রস্তাবনা আহমদ দাব্বাগ কর্তৃক লিখিত

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের দিকে যাত্রা

আরবি, উর্দু, তুর্কি, মালয়, ড্যানিশ, বাংলা সহ অনেক ভাষায় পাওয়া যায়।

আহমদ দাব্বাগ'র রচিত সমস্ত বইসমূহ যতটা সম্ভব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে যাতে পুরো বিশ্ব উপকৃত হতে পারে।

আহমাদ দাব্বাগ

অধ্যক্ষ, ইউকে একাডেমি অব ইসলামিক সায়েন্স
ও পরিচালক, ওয়াইয লাইফ একাডেমি

zawiyah.org
prophetic-path.com
facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh